অ্যাডভোকেসী পেপার

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

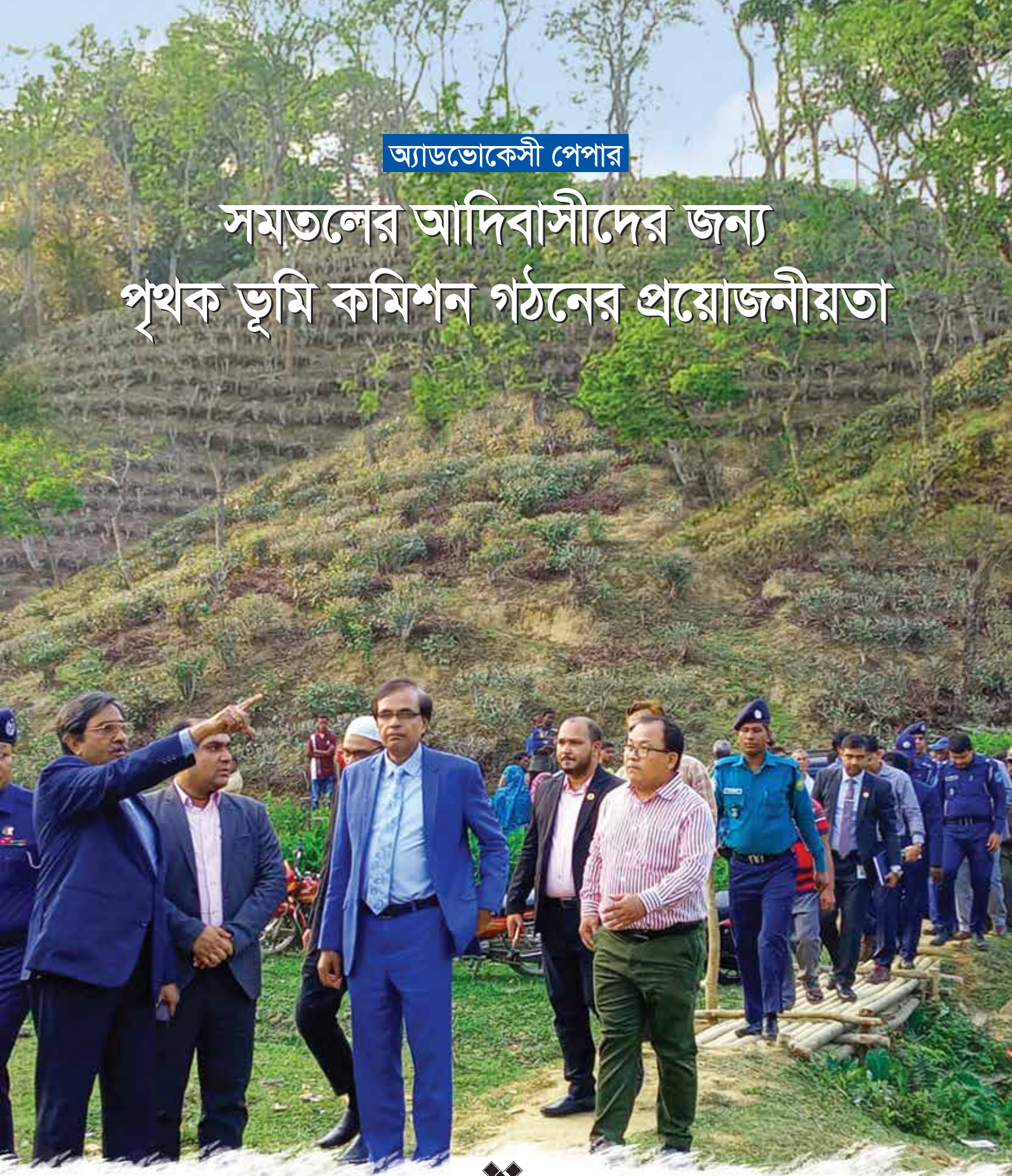

KAPAEENG
Foundation

কাপেং ফাউন্ডেশন

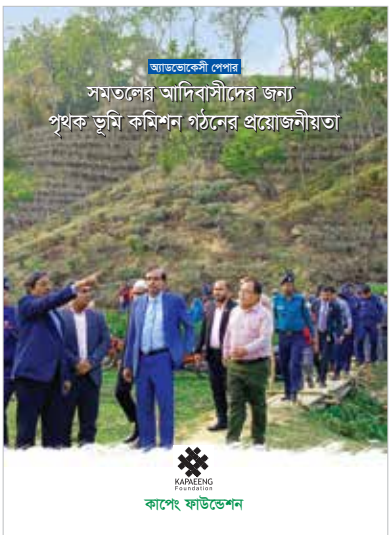

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব
কাপেং ফাউন্ডেশন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
আজিম হায়দার
উজ্জ্বল আজিম

ছবি
কাপেং ফাউন্ডেশন

মুদ্রণে
থাংস্রে কালার সিস্টেম

প্রকাশনায়:

KAPAEENG
Foundation

কাপেং ফাউন্ডেশন
সালমা গার্ডেন, বাড়ি # ২৩/২৫, সড়ক # ৪
শেখেরটেক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন +৮৮ ০২ ২২২ ২৪৩ ২৬৩
ই-মেইল: kapaeeng.foundation@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.kapaeengnet.org

আদিবাসীদের নিরাপত্তা ও ভূমি সমস্যা নিয়ে সাতক্ষীরা জেলাপ্রশাসক মহোদয়ের সাথে আদিবাসী ও নাগরিক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

অ্যাডভোকেসী পেপার

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা:

আদিবাসী মানুষের জীবন ও জীবিকা সহজ সরল প্রকৃতির। আদিবাসীদের জীবন এদেশের মাটি ও প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। আদিবাসীদের কথায় বলা যায় 'Land is Life, Life is Land' অর্থাৎ প্রকৃতিই আদিবাসীদের জীবন। মাটি, জল, বায়ু, আলো, বন, গাছপালা ইত্যাদির সঙ্গে আদিবাসীদের রয়েছে নিবিড় প্রাকৃতিক সম্পর্ক। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রণালী ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে এদেশকে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩০ লক্ষ (যদিও জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ সংখ্যা সমতল ও পাবর্ত্য অঞ্চলের মোট সংখ্যা ১৬ লাখ-এর মত)। সমতল অঞ্চলের বাঙালি জাতি ছাড়াও কমপক্ষে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে এদেশে। যদিও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ সালের গেজেটে সমতলের ৫০টি জাতিগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও পৃথিবীর অনেক দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এটি বেশি। বাংলাদেশের সরকারি কাগজে আদিবাসীদের পরিকল্পিতভাবে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং অজ্ঞতার কারণে অনেকে আদিবাসীদের 'উপজাতি' বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই পরিচিতি অমর্যাদাকর এবং সকল জাতির সমানাধিকারের পরিপন্থী। তবুও আমরা এখনো এই অবস্থা থেকে বের হতে পারিনি।

প্রখ্যাত গবেষক ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'অসম ভূমি মালিকানার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির পুনর্বন্টন শুধু যে মানুষের জীবন ও জীবিকার সংস্থান করবে তা নয়, এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা সৃষ্টি করবে, কারণ এটা জমির জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে, সহযোগিতা গড়ে তোলার মতো ন্যূনতম আর্থিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করে, অসমতা কমিয়ে আনে এবং অধিকতর সৌভ্রাতৃত্বের জন্ম দেয়। শেষ পর্যন্ত এই মনোভাব সম্পদের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দিতে পারে– ভূমি সংস্কারের পূর্ববর্তী অবস্থায় যা কিছুতেই সম্ভব হয় না।' তাই কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন ভূমি সংস্কার দরকার, তেমনি সমতল ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের উন্নয়নেও প্রয়োজন তাদের প্রথাগত রীতি-নীতি বজায় রেখে আদিবাসীদের জন্য প্রচলিত বা প্রণীত আইনী বিধানের আলোকে তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করা। সঠিকভাবে আদিবাসীদের চাষযোগ্য জমি তাদের মাঝে বন্টিত হলে এবং একটি আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলেই আদিবাসীদের নিজ জমি ফিরে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে, গড়ে উঠবে বাঙালি-আদিবাসী যৌথ সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। ফলে আদিবাসী সমাজে সৃষ্টি হবে আর্থিক বুনিয়াদ, অসমতা হ্রাস পেয়ে জন্ম নিবে অধিকতর সৌভ্রাতৃত্ব। পাল্টে যাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জাতিবৈরিতার বর্তমান চেহারা, সার্বিকভাবে দেশে উন্নয়নের চাকা হবে সচল।

ভূমি-কেন্দ্রিক আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও আর্থ সামাজিক কাঠামোর কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সামাজিক অগ্রগতির কথা ভাবলে সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর, মালিকানা নির্ধারণ ও সর্বোপরি ভূমি-ব্যবস্থাপনায় যে স্থবিরতা, অচলাবস্থা, জটিলতা, বৈষম্য ও অনাচার যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে তার অবসান ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় 'আদিবাসীদের কথা' প্রসঙ্গে বলেছেন– "আদিবাসীরাই এদেশের আদিম অধিবাসী। যখন আর্যভাষিরা এ দেশে ছিল না তখন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতি ট্রাইবগুলো ছিল। এরা এতদিন টিকে আছে, তার কারণ এরা বাঘ-ভালুকের মতো জঙ্গলে বাস করতো। বনে বাস করলেও সেখানে জুম পদ্ধতিতে চাষ করতো। এখন এসব স্থানে জুম চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল সাফ করে নদীর জলে গাছগুলো ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশকে শিল্পায়িত করতে গিয়ে বন জঙ্গলে হাজার হাজার আদিবাসীর নিরাপদ আশ্রয় ধ্বংস করা হচ্ছে। জলের মাছ ডাঙ্গায় বাঁচে না। তেমনি আদিবাসীরাও চারিদিকে গজিয়ে ওঠা শহর বা শহরতলিতে বাঁচবে না। প্রাণ ধারণের জন্য যা যা দরকার তা ঘাটতি হলে পূরণ করবে কে? কি কি দিয়ে?"

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও কনভেনশন ১০৭-এর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আদিবাসী জনগণের আবাসনের জন্য কোনো জমি-জমার কাগজের প্রয়োজন হয় না। আদিবাসীদের বংশপরম্পরায় বসবাস করার ইতিহাসই তার কাগজ। তবুও প্রতিনিয়ত কাগজপত্র না থাকা এবং বহিরাগত ভূমিদস্যু এবং বন বিভাগের আগ্রাসনে ভূমি হারানোর ভয়, নারী ও অন্যান্য সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা তাদেরকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি আজও প্রশাসনের এক শ্রেণির অসাধু লোকজনের সহায়তায় ছলে-বলে- কৌশলে জাল দলিল, মিথ্যা মামলা, ভয়-হুমকি দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত সম্পদ ও চাষযোগ্য জমিগুলো। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে এখনো। দিন দিন এটি আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ ছাড়াও সরকারের প্রণীত অর্পিত সম্পত্তি আইনের মতো কালো আইনের থাবায় সমতলের আদিবাসীদের সম্পত্তি সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেদখল হয়েছে।

দেশে আদিবাসীরা ভূমি অধিকার ও ভূমি রক্ষা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে লড়াই, সংগ্রাম করে আসছে। কখনো কখনো এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভূমিগ্রাসীদের হুমকি বন্ধ করা গেলেও সাজানো মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পায়নি আদিবাসীরা। প্রচলিত আইনী কাঠামোতে এসব মামলা পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা আদিবাসীদের নেই। মামলা করতে গিয়ে আদিবাসীরা আজ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতার অভাবে আইনের বিধান বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রশাসনের উপর তাদের আস্থাহীনতা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করার পরও এ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে আদিবাসীদের কল্যাণে ভূমি আইন সংস্কার হয়নি।

ইতিহাস বলছে, আদিবাসী অঞ্চলের যত জাতিসত্তা আছে তারা নিজ নিজ জায়গাতে অনাদিকাল থেকেই স্থায়ী বাসিন্দা। ক্রমবর্ধমান বাঙালি আধিপত্যে সর্বত্র আদিবাসীদের অবস্থা এখন প্রান্তিক পর্যায়ে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগই পাচ্ছেন না আদিবাসীরা।

আদিবাসীরা বছরের পর বছর বসবাস করলেও তাদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি এ দেশে। টাঙ্গাইলের মধুপুরে গারো, কোচ এবং মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় গারো ও খাসিয়াদের উচ্ছেদ করে এখনো পরিকল্পনা হচ্ছে ইকো-পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের। অথচ ভিন্ন কথা বলছে আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো।

জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে। জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের তৃতীয় ধারাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস বলে, ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল। কেউ কেউ ব্রিটিশ আমলে বা তার আগেও সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত জীবন যাপন করতো। বর্তমানে আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বললে অনেকে শংকায় ভোগেন;

সাতক্ষীরায় ভূমি দস্যুদের হামলায় নিহত নরেন্দ্রনাথ মুন্ডার স্বজনদের সাথে কথা বলছেন আদিবাসী ও নাগরিক প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ

কিন্তু এই দাবী আজ সময়েরই। ঔপনিবেশিক মানসিকতার ক্ষমতাদর্পী ও নিয়ন্ত্রণকামী সমাধান প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। অধিকারভিত্তিক সমাধানই জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার স্বীকৃতিসহ আদিবাসীদের সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

- সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠন ও কার্যকর করা;
- সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ;
- সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সমতলের আদিবাসীদের ভূমি উদ্ধার (অবৈধ দখলে থাকা) করার ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ;
- সমতলের আদিবাসীদের উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ করা;
- সমতলের আদিবাসীদের প্রথাগত সম্পত্তি রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- জাল দলিল চিহ্নিত করে সেই সম্পত্তিগুলো উদ্ধার এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আদিবাসীদের ভূমি বিরোধ এবং এর কারণসমূহ:

আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক অথচ ভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের নানা ধরনের জটিলতা ও বিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই বিরোধগুলি অধিকাংশই আদিবাসীদের সাথে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী প্রতিবেশীদের সাথেও ঘটছে।

জমির কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও দখলে না থাকা, জমির কাগজপত্র না থাকা, জাল দলিলের মাধ্যমে তাদের ভূমি গ্রাস, জোরপূর্বক তাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি কারণকে দায়ী করেছেন। ভূমি বিরোধের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং ভূমিতে দখল বজায় রেখেছেন কিন্তু ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র নেই। ভূমি মালিকানার কাগজ পত্র থাকা সত্ত্বেও জমি দখলে নেই। জাল দলিলের মাধ্যমে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বন্টন সংক্রান্ত জটিলতা এবং সরকারের বিনা অনুমতিতে জমি বিক্রির কারণে এবং ভূমি বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ভূমি বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। আদিবাসীদের ভিটামাটি ও কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারণা/ জালিয়াতি ও জোরপূর্বক ভূমি দখল করে নেয়ার ফলে আদিবাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আদিবাসীদের নিজস্ব সংগঠন না থাকা এবং আদিবাসীদের পাশাপাশি বাঙালিদের সাথে একতার অভাবও আদিবাসীদের ভূমি হারানোর অন্যতম কারণ। সে সাথে ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন সম্পর্কে অসচেতনতা আদিবাসীদের ভূমি হারানোকে তরান্বিত করছে। এই ক্ষেত্রে ভূমি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণও ইতিবাচক নয়। ভূমি সংক্রান্ত আইন না জানা। ভূমি বিক্রির ক্ষেত্রে পারমিশন আইনের জটিলতা। মিউটেশন/ নামজারি/ জমাভাগ/নাম খারিজ না করা। ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা পরিশোধ না করা। ভূমি বন্ধকী প্রক্রিয়া। অর্পিত সম্পত্তি আইন। ভূমি জবরদখলকারীদের অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে অসতেনতা ও মুখ বুজে সহ্য করার প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। প্রতারণা করে জমি গ্রাস করা হচ্ছে। জোরপূর্বক ভূমি দখলের প্রবণতাকে ভূমি হারানোর জন্য দায়ী করেছেন। নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। জোরপূর্বক ভূমি দখলের প্রবণতাকে ভূমি হারানোর জন্য দায়ী করেছেন। নিজস্ব সংগঠন না থাকা। ভূমি জবরদখলকারীদের অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে অসচেতনতা ও মুখ বুজে সহ্য করার প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন না জানাকে ভূমি হারানোর কারণ বলে মনে করেন উত্তরদাতা। বন্ধক দিয়ে আর জমি ফেরত নিতে না পারা বা বন্ধক গ্রহণকারী কর্তৃক ফেরত না দেওয়াকে আদিবাসীদের ভূমি হারানোর আরেকটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভূমি রাজস্ব প্রদান না করা। আদিবাসীদের জমি বিক্রি সংক্রান্ত পারমিশন আইনের অপব্যবহার ও জটিলতা। নামজারি/নাম খারিজ না করা। অর্পিত সম্পত্তি আইন, নদী ভাঙ্গন, সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ, মামলা প্রভৃতি কারণ আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা হারানোর জন্য দায়ী করেছেন।

ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিতারিত করে জমির স্বত্ব পরিবর্তন সমস্যা:

আদিবাসীদের কোনো কোনো পরিবারকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বিতাড়িত করে তাদের রেকর্ডভুক্ত জমিকে শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে প্রথমে জবরদখল করা ও পরে জালিয়াতির মাধ্যমে মালিকানা নেয়া। এক্ষেত্রে ভূমি বিভাগের লোকদের সহায়তা থাকে।

জমি রেকর্ডের সময় জালিয়াতি:

স্বত্বাধিকারীর নামে হেরফের করার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ও জমি দখল করা। এ ক্ষেত্রে ভূমি বিভাগের লোকদের সহায়তা থাকে।

জমির খতিয়ান পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে জালিয়াতি:

রেকর্ডভুক্ত জমিকে খাস খতিয়ানভুক্ত দেখিয়ে ভূমি বিভাগের লোকদের সহায়তায় পত্তন নেওয়া এবং জমি দখল করা।

খাস জমি পত্তনের ক্ষেত্রে সমস্যা:

এমন দেখা গেছে যে, বহু আদিবাসী পরিবার দীর্ঘদিন ধরে কোনো খাসজমিতে বসবাস করার পর একাধিকবার পত্তনের জন্য আবেদন করেও পত্তন পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে এসব জমি অ-আদিবাসীকে পত্তন দেয়া হয়েছে।

'দেবোত্তর' জমি জবরদখল:

মন্দিরের জমি, গোরস্থান, শ্মশানের জমি জোরপূর্বক দখল করার ঘটনা দেখা যায়।

আদিবাসীর সম্পত্তি হস্তান্তর:

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ The State Acquisition and Tenancy Act 1950 সালে প্রণীত হয় এবং তা ১৯৫১ সালে কার্যকর করা হয়। স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সী এ্যাক্টের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং সেই সঙ্গে সকল শ্রেণির প্রজাকে একই স্তরে এনে সরকারের অধীনে সরাসরি প্রজা করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মধ্যস্বত্বভোগী সকল প্রকার জমিদারীর অবসান ঘটে। তবে আদিবাসীগণের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সপ্তম 'ক' অধ্যায়ে যে বিধানাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছিল তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্টের ৯৭ নং ধারা আদিবাসীগণ কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর এর উপর বিধি নিষেধ বহাল রাখা হলো। একজন আদিবাসী কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা দ্বিবিধ বিধি নিষেধ।

প্রথমত, হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধি নিষেধ। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তির বরাবর হস্তান্তর করা হবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত বিধি নিষেধ। হস্তান্তরের পদ্ধতি বলতে যেমন হেবা; বিক্রয়, উইলমূলে হস্তান্তর ইত্যাদি বোঝাবে এবং যে লোক বরাবর হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করা হলো সেই লোক আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্তি কি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। আদিবাসীগণ কর্তৃক সর্ব প্রকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্র বাদে। যদি কোনো আদিবাসী অন্য কোনো আদিবাসী বরাবর কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চায় তবে সেক্ষেত্রে স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্টের ৯৭ নং ধারার বিধি নিষেধ কার্যকর হবে না।

কোনো ব্যক্তি তার সম্পত্তি স্বেচ্ছায় বিক্রয়, দান বা হস্তান্তর করতে পারে আবার তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার সম্পত্তি হস্তান্তরিত হতে পারে– যেমন কোনো আদালতের ডিক্রি জারির জন্য সম্পত্তি ক্রোকবদ্ধ হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্টের ৯৭ নং ধারার বিধানাবলী কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোনো আদিবাসীর সম্পত্তি আদালতের ডিক্রি জারি করার জন্য ক্রোকবদ্ধ হবে না। আদালতের ডিক্রি জারি করার জন্য কোনো আদিবাসীর সম্পত্তি বিক্রয় হলে ঐ বিক্রয় বাতিল (void) বলে গণ্য হবে (Ardhachandra Saha vs Namani Garoani) : AIR 1939 Cal 323 = 182 IC 666-69 CLJ 120.)।

আদিবাসী (The Aboriginal):

স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সী এ্যাক্টের ৯৭ নং ধারায় আদিবাসী বলতে ইংরেজি aboriginal শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন অঞ্চলের aboriginal বলতে সেই অঞ্চলের আদি হতে বসবাসকারী মনুষ্য গোষ্ঠীকে বোঝায় অর্থাৎ সেই অঞ্চলের আদিম আদিবাসীগণকে বোঝাবে।

ধারা : ৯৭(১) আদিবাসী কর্তৃক জমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ:

সরকার সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করতে পারেন যে কোনো জেলা বা স্থানীয় এলাকার উল্লেখিত আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির জন্য এই ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হবে এবং এইরূপ সম্প্রদায় বা জাতি এই ধারার উদ্দেশ্যাবলীর জন্য আদিবাসী হিসাবে গণ্য হবে। এই ধারার বিধানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে এইরূপ সম্প্রদায় বা জাতিসমূহ: সাঁওতাল, বানাই, ভূইয়া, ভূমিজী, ডালু, গারো, গন্দ, হদি, হাজং, হো, খারিয়া, খারওয়ার, কোচ, কোরা, মগ, মাল ও সুরিয়া পাহাড়িয়া, মেচ, মুন্ডা, মুন্ডাই, ওঁরাও এবং তুরী।

বিশ্লেষণ:

স্ট্রেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্টের ৯৭ নং ধারার বিধানসমূহ যাদের উপর কার্যকর করা হয়েছে তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই উপধারায়। এই উপধারায় কতিপয় আদিবাসী সম্প্রদায় বা আদিবাসী জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লেখিত সম্প্রদায়ের বা জাতির আদিবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও উপর এই ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হবে না। যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায়

ও আদিবাসী জাতির জন্য ৯৭নং ধারার বিধানসমূহ কার্যকর করা হয়েছে তারা হলো সাঁওতাল, বানাই, ভূইয়া, ভূমিজী, ডালু, গারো, গন্দ, হদি, হাজং, হো, খারিয়া, খারওয়ার, কোচ, কোরা, মগ, মাল ও সুরিয়া পাহাড়িয়া, মেচ, মুন্ডা, মুন্ডাই, ওঁরাও এবং তুরী। উল্লেখিত আদিবাসী ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের আদিবাসী বাংলাদেশে বসবাস করে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে কুকি (সেন্দুজ), বনজোলী। সিলেটে খাসিয়া, পাঙন, উত্তর বঙ্গে রাজবংশী প্রভৃতি। এই সকল আদিবাসীদের জন্য ৯৭ নং ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হবে না। কেবলমাত্র এই উপধারায় উল্লেখিত আদিবাসী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতির জন্য ৯৭ নং ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হবে।

ধারা: ৯৭(২) ধারার প্রদত্ত বিধান ব্যতীত একজন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তার কোনো জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর বৈধ হবে না যদি না তা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা বাংলাদেশী অপর কোনো আদিবাসী বরাবর হস্তান্তর করা হয়ে থাকে যে এমন একজন ব্যক্তি যার বরাবর ৯০নং ধারা মোতাবেক এই জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর করা যেতে পারে।

বিশ্লেষণ:

এরূপ উপধারার বিধানসমূহ আলোচনা করার পূর্বে এই ধারার দুটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। শব্দ দুটি হলো রায়ত ও জোত। জমি বিক্রয় করার সময় 'পারমিশন' কেন্দ্রিক সমস্যা: দেখা যায় পারমিশন নেয়ার সময় নানাবিধ জালিয়াতি হয়। যেমন–

* এক ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে হাজির করা;
* নিরক্ষর আদিবাসীর নিকট থেকে যে পরিমাণ জমি ক্রয় করার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমি সুকৌশলে রেজিস্ট্রি করে নেয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও আদিবাসীদের সম্পত্তি পারমিশন নিয়ে বিক্রি করতে হয়। সেখানেও পারমিশন নিতে গেলে অনেক সময় লাগে এবং হয়রানির স্বীকার হতে হয়। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাকে সহজ, সংবেদনশীল ও দক্ষ করা হলে তারা অনেক কম হয়রানির স্বীকার হবেন। আমাদের দেশের কোনো নীতিমালা প্রণয়নের সময় আদিবাসীসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিষয়টিকে আমলে নেওয়া হয় না। এই বৈষম্য আদিবাসীদের দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। যা মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন। ক্রমাগত ভূমি হারানোর জন্য আদিবাসীদের প্রতি নেতিবাচক রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী বলে মনে করেন আদিবাসী জনগোষ্ঠী। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলেও আদিবাসীরা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। আবার তাদের সরলতার সুযোগ নিচ্ছে অনেকে।

উত্তরাধিকার আইন:

সমতলে বসবাসরত আদিবাসীদের মাঝে যারা আছেন তাদের উত্তরাধিকার বন্টন হয় সামাজিক রীতি নীতি এবং উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাবনা এই সকল ভাবনার অবসান করার জন্য জরুরি হয়েছে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি আদিবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ করবে।

পৈত্রিক/উত্তরাধিকারসূত্রে ও দানপ্রাপ্ত জমি রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা:

সাধারণত পূর্বপুরুষ বা দাতার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় টাউট ও জোতদার শ্রেণির লোকেরা ভূমি বিভাগের অসৎ কর্মচারী/কর্মকর্তার সহায়তায় জাল দলিল তৈরি করার ও জমি দখল করার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণত কেউই নির্যাতিত আদিবাসী পরিবারের পক্ষে সামাজিকভাবে দাঁড়ায় না। বাধ্য হয়ে আদিবাসী পরিবারটিকে আদালতে আশ্রয় নিতে হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বলে ততোদিনে জমির ভোগ দখল থেকে বঞ্চিত হয়ে পরিবারটি অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

আমাদের চাওয়া:

আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। আদিবাসীদেরকে ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা এবং প্রচলিত আইনের সঠিক ব্যাখ্যাসহ তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইনের জটিলতা নিরসন করে তা বাস্তবায়ন করা। অর্পিত সম্পত্তি আইন আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না এই মর্মে আইন পাশ করা। আদিবাসীদের জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'পারমিশনের' জটিলতা নিরসনের জন্য স্থানীয় আদিবাসী সুপারিশকারী নির্বাচিত করা। যারা আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি খাসজমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আদিবাসীদের পত্তন দেওয়া। বিশেষ করে বর্তমানে যে সকল আদিবাসী পরিবার খাসজমিতে বসবাস করছে, তাদের নামে বসতভিটা পত্তন দেওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভূমি অধিকার সম্পর্কে আদিবাসীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভূমি অধিকার সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি অ-আদিবাসীদের নিয়ে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি বিভাগের ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে আয়োজন করা। যাতে নৈতিক সমর্থন সৃষ্টি হয়।

সমতলে বসবাসরত আদিবাসীদের মাঝে যারা আছেন তাদের উত্তরাধিকার বন্টন হয় সামাজিক রীতি নীতি এবং উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাবনা এই সকল ভাবনার অবসান করার জন্য জরুরি হয়েছে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি আদিবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ করবে। সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজন একটি পৃথক ভূমি কমিশন যা আদিবাসীদের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

এই কাজের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় থাকবে সমতলের আদিবাসীগণ। তাদের সহায়তা করার জন্য দেশের প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সমতলের আদিবাসীদের মাঝে সচেতন

নাগরিকদের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এবং আগামী ৫ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা জরুরি।

সুপারিশসমূহ:

- সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা;
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য জেলাভিত্তিক কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা করে সঠিক তালিকা প্রণয়ন ও তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা;
- সমতলের আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত তথ্য এবং জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন করা;
- সমতলের আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত তথ্য এবং জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন করা;
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য উপজেলা ভিত্তিক ভূমির সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ত্ব আইনের ৯৭ ধারা বহির্ভূত হস্তান্তরিত ভূমির তালিকা তৈরি করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করে সেই সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কাজ করা;
- আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইনের জটিলতা নিরসন করে তা বাস্তবায়ন করা;
- অর্পিত সম্পত্তি আইন আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না এই মর্মে আইন পাশ করা।

এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রের সীমানা ও পরিধির মধ্যেই পাহাড়ী আদিবাসী মানুষের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। এমনকি দেশের সমতলের আদিবাসীদের সীমিত পরিসরে আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আদিবাসীদের ভূমি, মাটি, বন ইত্যাদি সম্পদ ও তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসা দরকার।

তাই আমাদের প্রত্যাশা– অবিলম্বে বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং পাহাড়ী এলাকার জন্য গঠিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর এবং সমতল এলাকার আদিবাসীদের জন্য আরেকটি ভূমি বিরোধ কমিশন গঠন করাসহ তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হোক।

উপসংহার:

সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা নিরসরে জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন জরুরি। দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমতলের রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম বিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী জমিদারী আমল থেকে শুরু করে তাদের সম্পত্তি থেকে বিভিন্নভাবে উচ্ছেদ হতে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ত্ব আইনের পর ব্যাপকভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে শুরু করেছে। আদিবাসীরা যাযাবরের মত জীবন যাপন না করলেও তাদের অনেককেই প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে খাদ্যের সন্ধানে, পশু শিকারে, প্রকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় বা তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। জমি, জলা আর জঙ্গলকে তারা কখনো ব্যক্তি সম্পত্তি হিসেবে দেখেনি, তাদের সংস্কৃতিতে সেটি ছিলও না। ঐতিহ্যগতভাবেই এগুলো তারা ব্যবহার করতেন বসতি স্থাপনের জন্য, এগুলো থেকে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু শাসক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মালিকানার ধারণা ও সংজ্ঞায় প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের এ ঐতিহ্যগত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। যার ফলে ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত আদিবাসীদের জমি হয়ে গেছে খাস জমি, সংরক্ষিত বনভূমি আর ইকো-পার্ক। ভূমিগ্রাসীদের হাতে বেদখল হয়ে গেছে তাদের কৃষিজমি, জলাশয় চলে গেছে সরকারের মৎস বিভাগ, ইজারাদার আর প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে অর্ধেকের বেশি আদিবাসী পরিবারের নিজস্ব কোনো জমি নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের বসত বাড়িও নেই। গারো, খাসিয়া, পাত্র এবং মনিপুরী জনগোষ্ঠী সাধারণত খাস জমি, বন বিভাগের গেজেটের জমি অথবা অন্যের জমিতে বসবাস করছে।

আদিবাসীরা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মোকাবেলায় বিশেষ করে ভূমি মালিকানা রক্ষায় আদালতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মামলা মোকদ্দমা ও অভিযোগ দায়ের করে থাকে। ভূমি বিরোধ থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য আদালত এবং স্থানীয় পর্যায়ে মামলা এবং অভিযোগ দায়ের করেছেন। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা করার হার স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ দায়েরের চেয়ে অনেক বেশি। কোনো কোনো স্থানে দেখা যায় যে আদিবাসীদের নামে সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমি বিনা পারমিশনে বিক্রি/ক্রয় করে দখলে নিয়ে ভোগদখল করছে অআদিবাসী বাঙালিরা যা ১৯৫০ সালের ৯৭ ধারার বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আবার আদিবাসীদের জমি অর্পিত সম্পত্তি তালিকায় গেলে সেগুলো দখলে রেখেছে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন/ ভূমি কমিশন গঠন করা হলে তাদের ভূমি রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই দ্রুত সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করে সমতলের আদিবাসীদের সম্পত্তি রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি।

তথ্য সূত্র:

১. *Life and Land of Adivashis: Land Dispossession and Alienation of Adivashis in the Plain Districts of Bangladesh, Dr. Prof. Abul Barkat*
২. এ্যাড. মাইকেল সরেন এবং এ্যাড. রফিকুল হাসান-এর লেখা সিভিল আদিবাসীর সম্পত্তি হস্তান্তর ও খায়খালাসী বন্ধক আইন।
৩. এএলআরডি'র প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট।